OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 30 - 36
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 30 - 36
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রামায়ণ : বাল্মীকি এবং কম্বন

ড. শুভেন্দু মণ্ডল
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়
Email ID : shubhendumondal90@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Ancient Literature, Culture, Adaptation, Translation.

Abstract
If we observe and review the history of world literature, it can be seen that all the works of literaturethat havebeen written in different countries of the world throughout the ages have not disappeared in thewomb of time. Rather, the eternal message of this literature has been transmitted from ancestors tofuture generations. 'Ramayana' written by Valmiki is such a complete piece of literature. The 'Ramayana' texthas an indelible impact on the Indian culture, one that no other book in this world can match. The'Ramayana' by Valmiki shaped Indian literature and research. In Bengaliliterature, KrittivasOjha's 'SriramPanchali' and Chandravati's 'Chandravati Ramayana'; Hindi literature TulsiDas's 'Ramacharitmanas' and Vishnudas's 'Bhasa-Valmiki Ramayana'; andBalaramDas's 'Ramayana' in Oriya. An adaptation of the Ramayana into the Gujarati language started in the fifteenth century and was completed by Giridharin the eighteenth century. Eknath wrote 'Bhavartha Ramayana' in Marathi in the 16th century, followed by 'Arya Ramayana' by Morapanthin the 18th century. In Telugu,'Ranganath Ramayana' was written by Buddha Reddy in the 13th century followed by 'Bhaskar Ramayana' in the 16th century, by a woman named Mollah. More recently, the poet Vishwanath Satyanarayan wrote 'Shrimad Ramayana Kalpabrikshasu'. Theadaptation of the Ramayana into the Malayalam language began in the 13th century with the poem 'Ramacharitram'. Later, the poet Kannasha Panikkar wrote the 'Kannasha-Ramayana' in the 5th centuryand Akhyapillai wrote the 'Ramakathapattu' around the same time. Kannada poet Kumar Valmiki (Narharir) wrote 'Torbeya Ramayana' in the 15th to 16th century. 'Kandali Ramayana' was written by MadhavKandali in the Assamese language in the 16th century. Nevertheless, Eduocchhan's 'Adhyatramayana' was the most popular version. Each translation is not entirely original, but also influenced by regional Ramakatha folklore. Besides, Professor V.V. Raghaban's Ramayana research book 'Studies on Ramayan' and Assamesefiction writer MamoniRaisomGoswami's books on 'Ramayana from Ganga to Brahmaputra' havefurther strengthened research on the literary origins of the epic. Its influence can also be seen in ancient Indianliterature Tamil. Although the Tamil poet Kamban takes the story from Valmiki, his 'Kamba-Ramayana' or 'Ramabhataram' stands out in its quality.

Discussion

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পৃথিবীর নানা দেশে যুগে যুগে কালে কালে এমন সব সাহিত্য রচিত হয়েছে যা মহাসময়ের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়নি। বরং এইসব সাহিত্যের শাশ্বত বাণী পূর্বপুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে সঞ্চারিত হয়ে গেছে কালে-কালোত্তরে। বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ' এমনি এক সাহিত্য সমগ্র। ভারতের সংস্কৃতির[১] সঙ্গে 'রামায়ণ'[২] কথার এমন একটি অন্তর্গুঢ় সম্পর্ক আছে যে বিশ্বের অন্য কোনো মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে সে কথা এক বাক্যে বলা যায় না। এই বাল্মীকি[৩] রচিত 'রামায়ণ'-এর প্রভাব পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে এবং গবেষণার মধ্যে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী' চন্দ্রবতীর 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ', হিন্দি সাহিত্যের তুলসী দাসের 'রামচরিতমানস', বিষ্ণুদাসের 'ভাষা-বাল্মীকি রামায়ণ', ওড়িয়ায় বলরাম দাসের 'রামায়ণ', গুজরাতি ভাষায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামায়ণের রূপান্তর শুরু হলেও অষ্টদশ শতাব্দীতে গিরিধর সম্পূর্ণ রামায়ণ রূপান্তর করেন। মারাঠিতে ষোড়শ শতাব্দীতে একনাথ রচনা করেন 'ভাবার্থ রামায়ণ', তার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোরাপন্ত লিখেছেন— 'আর্য রামায়ণ', তেলেগু ভাষায় তেরোশ শতকে বুদ্ধ রেড্ডির 'রঙ্গনাথ রামায়ণ' পরে 'ভাস্কর রামায়ণ'। ষোড়শ শতাব্দীতে মোল্লা নামে এক মহিলা তেলেগুতে রামায়ণ রচনা করেন। এছাড়া, আধুনিক কালে কবি বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ রচনা করেছেন 'শ্রীমদ রামায়ণ কল্পবৃক্ষসু'। মালায়ালম ভাষায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'রামচরিত্রম' কাব্যের দ্বারা রমায়ণের রূপান্তর শুরু হয়।[৪] পরে কবি কন্নশ পানিক্কর পঞ্চম শতকে রচনা করেন 'কন্নশ্-রামায়ণ' এবং ঐ শতকে আখ্যাপিল্লৈ রচনা করেন 'রামকথাপাটু'। কন্নড় ভাষায় কবি কুমার বাল্মীকি (নরহরির) পনের থেকে ষোড়োশ শতকে রচনা করেন 'তোরবেয় রামায়ণ'। অসমীয়া ভাষায় মাধব কন্দলীর 'কন্দলী রামায়ণ' রচনা করেন ষোড়শ শতকে। সব চেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল এডুওচ্ছনের 'অধ্যাত্মরামায়ণ' এরই পরিচয় বহন করে। প্রত্যেকের অনুবাদ সর্বাংশে মূলানুগ নয়, আঞ্চলিক রামকথার লোকঐতিহ্যেরও প্রভাবপুষ্ট।[৫] এছাড়া, অধ্যাপক ভি. রাঘবন্ (V. Raghaban)-এর রামায়ণ গবেষণা গ্রন্থ 'Studies on Ramayan' এবং অসমীয়া কথাসাহিত্যিক মামণি রয়ছম গোস্বামীর (Mamoni Raisom Goswami) গবেষণা 'Ramayana from Ganga to Brahmaputra' গ্রন্থগুলি ভারতীয় রামায়ণকেন্দ্রিক চর্চাকে[৬] আরও সুদৃঢ় করেছে। তার মধ্যে এর প্রভাব প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য তামিলেও লক্ষ করা যায়। তামিল কবি কম্বন[৭] বাল্মীকি থেকে কাহিনি নিলেও তাঁর 'কম্ব-রামায়ণ' বা 'রামাভতারম্' নিজ গুণে ও নিজ প্রতিভায় উদ্ভাসিত।

আদি কবি বাল্মীকি 'রামায়ণ' মহাকাব্য রচনার আগে নদীতে স্নান করতে গিয়ে, ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটি, ক্রৌঞ্চ পাখিকে ব্যাধের শরাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে দেখে শোকার্ত বাল্মীকির কণ্ঠে শ্লোক নির্গত হয়—

> "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
> যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।" (*বালকাণ্ড*)

পক্ষান্তরে, কম্বন ছিল রাজসভার কবি, রাজা যখন দুই কবিকে রামের কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করতে বলেন ওট্টুক্কুত্তর কাব্য রচনা করলেও কম্বন কাব্য রচনা না করে আমোদ-প্রমোদে দিন কাটান। একদিন রাজা কম্বনকে বলেন সেতুবন্ধ প্রকরণ থেকে তাঁর একটি কবিতা আবৃত্তি করতে। আশু কবি কম্বন অনায়াসে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি রচনা করে আবৃত্তি করেন—

> "কুমুদ, বানর-প্রধান
> রাজকীয় এক পাহাড় ফেলল শিলাময় সাগরে,
> নটীর মতো নাচতে নাচতে পাহাড়
> শিলার উপর দিয়ে গেলে ভেসে আর মন্থন করে
> স্বর্গে পাঠাল সাগর কনার ধারা
> স্বর্গবাসীর আনন্দে লাফ দিল,
> আশায় আশায় সমুদ্র থেকে অমৃত উঠবে আবার।"[৮]

'কম্ব-রামায়ণ' রচিত হয় বাল্মীকি 'রামায়ণ' রচনার সহস্রাধিক বছর পর। এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে সামাজিক পরিবেশের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কম্বনের সমসাময়িক পরিবেশের প্রভাব কম্ব-রামায়ণের মধ্যে দেখা যায়। বাল্মীকি রামকে উপস্থাপিত করেছেন একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের ভূমিকায়, তাই কোনো কোনো জায়গায় রামের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। পক্ষান্তরে, কম্বনের সময়ে রাম শ্রীনারায়ণের অবতার রূপে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, অনেকের আরাধ্য দেবতা হয়েছেন এবং অনেক জায়গায় রামমন্দির স্থাপিত হয়েছে। এই প্রচলিত জনমত অনুসরণ করে কাব্য রচনার তাগিদে কম্বন বাল্মীকির আখ্যানের কিছুটা রূপান্তরও ঘটিয়েছেন। তবে মূল 'রামায়ণে' সাতটি কাণ্ডের কথা বর্ণিত হলেও কম্বনের রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে ছ'টি। যথাক্রমে —

কাণ্ড	বাল্মীকি রামায়ণ	কম্ব-রামায়ণ
প্রথম	বাল কাণ্ড	বাল কাণ্ড
দ্বিতীয়	অযোধ্যা কাণ্ড	অযোধ্যা কাণ্ড
তৃতীয়	অরণ্য কাণ্ড	অরণ্য কাণ্ড
চতুর্থ	কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড	কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড
পঞ্চম	সুন্দর কাণ্ড	সুন্দর কাণ্ড
ষষ্ঠ	যুদ্ধ কাণ্ড	যুদ্ধ কাণ্ড
সপ্তম	উত্তর কাণ্ড	---

বাল্মীকির 'রামায়ণে' রাম ও সীতার মধ্যে কোনো প্রাক্ বৈবাহিক সাক্ষাৎকার নেই। পক্ষান্তরে, কম্বন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তাঁরা সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হয়েছিলেন পরস্পরের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে বিবাহের আগে একে প্রেমের বিবাহ হিসাবে দেখাতে। যখন রাম বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলার পথ ধরে আসছিলেন, সীতা তাঁর প্রাসাদের বারান্দা থেকে তাঁকে দেখেছিলেন। একই সময়ে রামও তাঁকে দেখেছিলেন। চোখে চোখে সংক্ষিপ্ত মিলন ভালোবাসা রূপে ফুটে উঠেছিল। এইভাবে কম্বন নতুন নতুন উপকাহিনির সৃষ্টি করেছিলেন যা মূল রচনায় দেখা যায় না।

সীতাহরণের আখ্যানে কম্বন মূল বাল্মীকি 'রামায়ণে'র রদবদল ঘটিয়েছেন। রাম যদি সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার হন, সীতা হলেন লক্ষ্মীর অবতার। বাল্মীকি রামায়ণ অনুসারে রাবণ একহাতে সীতার চুল এবং অন্য হাতে তাঁর উরু ধরে তাঁকে অপহরণ করে। পক্ষান্তরে, রাক্ষস কর্তৃক সীতার এই দেহস্পর্শে কম্বনের সমসাময়িকদের প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আমরা কম্বনের কাব্যে দেখি রাবণ সীতাকে স্পর্শ না করে পর্ণশালা সমেত তাঁকে তুলে নিয়ে যান। পরম পরাক্রমী রাবণও সীতাদেবীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্পর্শ করার সাহস করেননি, এই মর্মে কাব্য রচনা করে কম্বন সীতার মহিমা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন বাল্মীকির থেকে স্বতন্ত্র চিত্রে।

বাল্মীকি 'রামায়ণে' দেখা যায় সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় রামের ভক্ত জটায়ু পাখি রাবণকে বাধা দিতে গেলে রাবণ তার তরোয়াল দিয়ে একটি ডানা কেটে দেয় এবং জটায়ু রামকে এসে সীতা হরণের খবর দেয়। এখানে জটায়ুকে বাল্মীকি রামের ভক্ত হিসাবে দেখিয়েছেন। পক্ষান্তরে, কম্বন তাঁর 'রামায়ণে' জটায়ুকে রামের ভাই হিসাবে দেখিয়েছেন।

বাল্মীকি 'রামায়ণে' কোনো মায়াময় জনকের সৃষ্টি করেননি। কিন্তু সীতাকে হরণ করবার পূর্বে রাবণ মায়াময় সোনার হরিণের সৃষ্টি করেছিলেন। পক্ষান্তরে, কম্ব-রামায়ণে লঙ্কার অশোকবনে রাক্ষসরা সীতার মনকে পরিবর্তনের জন্য নানা কৌশল করার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের মধ্যে এইটি একটি। রাক্ষসেরা এক মায়াময় জনকের সৃষ্টি করে তাঁকে সীতার সামনে উপস্থিত করেছিলেন এবং রাবণের সঙ্গে মীমাংসা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। যখন ছদ্মজনক

কথা বলছিলেন, সীতা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে তাঁর পিতাকে এইসব লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে তাঁর কারণে। মায়াময় জনক তাঁর দৃঢ়সংকল্পকে পরিবর্তন করতে সব রকমের অনুরোধ করেও ব্যর্থ হন।

নিঃসন্দেহে কম্বন তাঁর রচনাতে গ্রহণ করেছিলেন অনেক বৈশিষ্ট্য যা বাল্মীকি 'রামায়ণে' দেখা যায়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি মূল রচনাকে বাড়িয়েছিলেন। বাল্মীকির রচনা থেকে নেওয়া হোক অথবা কম্বনের নিজস্ব সৃষ্টি হোক তা কম্বনের জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় অপূর্ব হয়ে উঠেছিল। বালির পুত্র অঙ্গদকে কম্বনের রামায়ণে বাল্মীকির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আঁকা হয়েছে। বস্তুত, অঙ্গদের আত্মসমর্পণ একটি অভিনয় বৈশিষ্ট্য যা কম্বন উপস্থিত করেছিলেন। যখন বালি মারা যাচ্ছিলেন, তিনি রামকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর পুত্রকে রক্ষা ও দেখাশোনা করতে। এই প্রস্তাব গ্রহণের চিহ্নস্বরূপ রাম অঙ্গদকে তাঁর তরোয়াল দিয়েছিলেন। তারপর অঙ্গদের কাজ ছিল হাতে তরোয়াল নিয়ে রামের পাশে দাঁড়ানো। রাজ্যাভিষেক, উৎসবের বর্ণনা কালে কম্বন বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন উল্লেখ করতে যে অঙ্গদ তার হাতে তরোয়ালটি ধরে রেখেছিলেন।

বাল্মীকি 'রামায়ণ' অনুযায়ী, সুগ্রীব বিবাহ করেছিলেন বালির বিধবা পত্নী 'তারা'কে। পক্ষান্তরে, কম্বনের রামায়ণে 'তারা'কে আঁকা হয়েছে বৈধব্য যাপনকারী একজন মহৎ স্ত্রীলোক ও তামিলনাড়ুর মহিলাদের প্রশংসার একটি চরিত্র হিসাবে। সেইরকম সুগ্রীবকেও একজন মর্যাদা সম্পন্ন চরিত্র হিসাবে আঁকা হয়েছে এখানে।

রাম ও তাঁর ভাইদের মধ্যে পরস্পর প্রীতির কথা বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে, কম্ব-রামায়ণে রামের বন্ধু-বৎসলতা অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। অভয় আশ্রয়ী বিভীষণের দিকে বন্ধুত্বের হাত এগিয়ে দিয়ে রামচন্দ্র বলেন—

> "আমরা ছিলাম চার ভাই, কিরত রাজ গুহকের সঙ্গে মিলে হলাম পাঁচ ভাই, তারপর পর্বতরাজ সুগ্রীবের সঙ্গে হলাম ছয়, এখন তোমার সঙ্গে সাত ভাই হয়েছি। আমাকে বনে পাঠাবার ফলে আরো সন্তান ভাগ্যে ধন্য হলেন তোমার পিতা।"[৯]

বাল্মীকি 'রামায়ণে'র 'পয়ার ছন্দ' ও একলক্ষ শ্লোকের সমাগম রয়েছে, পক্ষান্তরে, তামিল কবিতার ছন্দগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'বিরুত্তম্' এই ছন্দটি খুবই জটিল বলে এটিকে সাধারণত কবিরা ব্যবহার করেন না। কিন্তু এই ছন্দ গুরুগম্ভীর কাব্যরচনার জন্য খুবই উপযুক্ত। তাই কবিশ্রেষ্ঠ কম্বন 'বিরুত্তম্' ছন্দেই তাঁর কাব্যরচনা করেন দশ হাজারেরও অধিক শ্লোকে।

বাল্মীকির 'রামায়ণে' ইরান্যার কোনো বিস্তারিত বর্ণনা নেই, যেখানে কম্বন একটি পৃথক অধ্যায়ে ইরান্যার গল্প বর্ণনা করেছেন। পণ্ডিতরা মনে করেন কম্ব-রামায়ণের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অধ্যায়গুলির মধ্যে এটি একটি।

বস্তুকে চিত্তাকর্ষকভাবে আঁকার প্রতিভা কম্বনের ছিল, বাল্মীকি তাঁর রচনায় সেগুলিকে সেভাবে বর্ণনা করে থাকুন বা না থাকুন প্রকৃতির দৃশ্যের বর্ণনাতেও কম্বন দেখিয়েছিলেন তাঁর নিজস্বতা ও অভিনবত্ব। মরূদ্যান বর্ণনাকালে তিনি প্রকাশ করেন এর সম্পূর্ণ দৃশ্যটাকে, যেখানে সঙ্গীত শালারূপে রাজা অথবা রানি সভাপতিত্ব করেছেন। মরূদ্যানের ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে ময়ূর তাদের পেখম ছড়িয়ে দিয়ে নাচে; লাল কুঁড়ি ও পদ্মফুলগুলিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা উজ্জ্বল আলো ধরে আছে; মেঘের গর্জন যেন ঢাকের বাদ্যি, প্রস্ফুটিত জল পদ্মগুলি যেন দর্শকদের আঁখি, পুকুরের ঢেউগুলি যেন মঞ্চের পর্দা এবং ভ্রমরের গুঞ্জন যেন নৃত্য প্রদর্শনের আবহ সঙ্গীত সদৃশ। মরূদ্যানের রানি সভাপতিত্ব করেছেন সঙ্গীতশালাতে শিল্পকলা উৎসবে।

বাল্মীকি 'রামায়ণে'র দ্বারা 'কম্ব-রামায়ণ' প্রভাবিত হলেও কম্বনের বর্ণনাগুলি সুন্দর কথাচিত্র। কথোপকথনের প্রবর্তন ও দৃশ্য সজ্জা মহাকাব্যে নাটকীয় প্রভাবকে বাড়িয়ে দিয়েছে। উপমাগুলিও নতুনত্বের সঙ্গে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন তামিল কলাকার। তিনি ভাষাকে এমনভাবে উপস্থাপনা করেছিলেন যে এর সমস্ত সৌন্দর্যগুলি এতে প্রকাশ পেয়েছিল।

এইভাবে কম্বনের মহাকাব্য মূল রচনা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিল পৃথক। যেখানেই এটির পার্থক্য হয়েছে তামিল সংস্কৃতির মহত্ব ও গল্পের সুন্দর আকর্ষণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আর সন্ধান দিয়েছে নব দিগন্তের, নব মহাকাব্যের।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, *ভারত-সংস্কৃতি,* সপ্তম মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিঃ, কলকাতা, ১৪১২, পৃ. ৩১-৩২

(এই ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৃহত্তর-ভারত' প্রবন্ধে বলেছেন— "ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের মূলমন্ত্র ছিল, সকল প্রকার চিন্তা ও চর্য্যার সমন্বয় —একটি বিশিষ্ট বা শাস্ত্রানুসারী অথবা বিশেষ-সংঘ- নিয়ন্ত্রিত মতবাদের দ্বারা আর সমস্ত চিন্তা ও চর্য্যার দূরীকরণ, অপসারণ, অবনমন বা বিনাশ নহে। এই জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতির কৃতিত্ব কেবল একটি বিশিষ্ট পার্থিব সভ্যতা বা সভ্য ও সমাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠাতেই নিবদ্ধ ছিল না। অবশ্য, ভারতীয় সংস্কৃতি তাহার নিজের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট আদর্শ ও তাবরাজি অন্য জাতির লোকেদের সমক্ষে আনিয়া দিয়াছিল।")

২. ক. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *প্রাচীন সাহিত্য,* পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, ১৪১৫, কলকাতা, পৃ. ৯

('রামায়ণ'-এর বিশেষত্ব সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশ-জয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধীপক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্যমাত্র: পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইতেছে। এইরূপ ব্যাক্তি বিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।")

খ. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *রামায়ণ ও মহাভারত,* চতুর্থ মুদ্রণ, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩

(এই কাব্যের (রামায়ণ) বিশেষত্বের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রখ্যাত রামায়াণবিদ্ V. Raghaban-এর মন্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন— "১৯৭৫ জানুয়ারিতে নয়া দিল্লিতে ইউনেস্কোর আয়োজনায় আন্তর্জাতিক রামায়ণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়; সম্ভবত এটি ছিল তৃতীয় আন্তর্জাতিক রামায়ণ সামবেশ। রামায়ণের বহুশ্রুত পণ্ডিত প্রায়ত ভি. রাঘবনকে ওরই মধ্যে একদিন প্রশ্ন করি, 'এতগুলি আন্তর্জাতিক রামায়ণ সভা হল, মাহাভারতকে কেন্দ্র করে কখনো কোনো সভা হয় না কেন?' প্রথমটা উনি এমনভাবে তাকালেন যেন রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের তুলনাই সঙ্গত নয়। পরে নানা যুক্তির মধ্যে বারেবারে বললেন, রামায়ণ হল ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য, একে ঘিরেই ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কথাটা বহুলাংশে সত্য। কিন্তু সেই তখন থেকেই যে-চিন্তাটা অস্থির করে তুলছে তা হলঃ কেন এমন হল? নিজের বোধে ধরা পড়ে মহাভারত সর্বাংশে শ্রেয়স্তর মহাকাব্য, তবু অধ্যাপক রাঘবনের কথাটাও ত সত্য; আজ যাকে ভারতীয় সভ্যতা বলি তার কেন্দ্রে রামায়ণই, মহাভারত নয়।")

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাহিত্য,* দ্বিতীয় মুদ্রণ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১১৫

(কবি বাল্মীকি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'কবিজীবনী' প্রবন্ধে বলেছেন— "আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। আমি সেজন্য তিরকৌতুহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু

আমাদের মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বাল্মীকির পাঠকগণ বাল্মীকির কাব্য হইতে যে জীবন চরিত সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন তাহা বাল্মীকির প্রকৃত জীবন অপেক্ষা অধিক সত্য।")

৪. দাশ, শিশিরকুমার, *ভারত সাহিত্য কথা,* প্রথম প্রকাশ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৮০

৫. চক্রবর্তী, তনিমা, *কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাংলার লোক ঐতিহ্য,* প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ঘ

৬. রায়, অলোক, সরকার, পবিত্র, ঘোষ, অভ্র, (সম্পাদনা), *দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য,* সাহিত্য একাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০০৭, পৃ. ১৫৩

(ভারতীয় সাহিত্যে 'রামায়ণ'-এর চর্চা সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'রামায়ণ' প্রবন্ধে বলেছেন— "বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ ছাড়া, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত রামায়ণ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বহু ছোট-বড়ো কাব্য-নাটকাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল; এবং প্রাচীন ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়, যথা পালি ও বিভিন্ন প্রাকৃতে রামায়ণকথা নানাভাবে মিলে। রামায়ণ জৈনদের মধ্যেও বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল, এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃতে জৈন রামায়ণ আছে। ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে, উত্তরভারতের আর্য ভাষার মতই রামায়ণের বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। তামিল ভাষায় মহাকবি কম্বন্ রচিত রামায়ণ তামিল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ্। তেলুগু, কন্নড় ও মালায়ালম্ ভাষায় রামায়ণ আখ্যান লইয়া বহু কাব্য ও নাটক আছে। বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়িয়ে রামকথা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায় অন্যতম প্রধান গ্রন্থ্ হইতেছে-রামায়ণাশ্রয়ী কোনো-না-কোনো মহাকাব্য। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহৃদয় সাহিত্য রসিক ব্যক্তিগণের চেষ্টায় রামায়ণের একাধিক অনুবাদ বা রূপান্তর ফরাসি ভাষাতেও হইয়াছে।")

৭. দাশ, শিশিরকুমার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৯-৮০

(কম্বনের 'রামায়ণ' প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে শিশিরকুমার দাশ বলোছেন— "তামিল ভাষায় রামায়ণ লেখা হয়েছিল দশম-একাদশ শতাব্দীতে। রামায়ণ কাহিনী অবশ্য তার বহু শতাব্দী আগে থেকেই তামিলনাড়ুতে প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে কম্বন্-রচিত 'রামাবতার কাব্যম্' ('কম্ব-রামায়ণ' নামেই বিখ্যাত) তামিল সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। অনেকেই মনে করেন রামভক্তির সূচনাও দক্ষিণ ভারতে, যদিও উত্তর ভারতের মতো কোনো রামসম্প্রদায় সেখানে ছিল না। কম্বনের কাব্যে স্পষ্ট লক্ষ করা যায় বাল্মীকির মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্রের দেবায়ন। কিন্তু কবির ভক্তি সত্তা রামচন্দ্রের মানবমহিমাকে কোথাও অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আবৃত করে দেয় নি। বাল্মীকির রামায়ণের রামের মিথিলা প্রবেশ বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত। কম্বন সেখানে রচনা করেছেন এক অসামান্য মুহূর্তঃ রাম-সীতার মিলন —

'মিথিলা নগরী
রত্নখচিত পতকা উড়িয়ে দিয়ে
দু-হাতে বাড়িয়ে অযোধ্যার রাজকুমারকে আহ্বান করল
'এসো, এসো
আমাদের এখানে আছেন লক্ষ্মী
আমাদের বহু তপস্যার ফলে
তিনি কমলালয় ত্যাগ করে জন্ম নিয়েছেন এখানে,
হে কমলাক্ষ প্রভু, তুমিও এখানে পদার্পণ করো।'

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 30 - 36
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কম্বন বাল্মীকির অনুসরণ করেই ক্ষান্ত নন, তিনি নিজের কল্পনায় তৈরি করেছেন নতুন নতুন মুহূর্ত, সৃষ্টি করছেন নতুন সৌন্দর্য। রামসীতার মিলন দৃশ্য এঁকেছেন কম্বন প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁদের ভালোবাসা। সখী-পরিবৃতা সীতা দাঁড়িয়ে রয়েছেন অলিন্দে। দূরে আসছেন রামচন্দ্র। তাঁদের চার চোখের মিলন হল। একে যেন অন্যকে গ্রাস করল। সীতা স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন, তাকিয়ে রইলেন অপলক চোখে, আর মিলে এক হয়ে গেলেন দুজনে।")

৮. মহারাজন্, এস., *কম্বন (অনুবাদ : কৃষ্ণমূর্তি, সুব্রমণিয়ন্)*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬

৯. ভৌমিক, তাপস (সম্পাদনা), *রামায়ণ চর্চা ভারতে বহির্ভারতে*, প্রথম প্রকাশ, কোরক, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৩২